যুগান্তর

তারিখ ..D 7 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার জরুরি

এসএম সাখাওয়াত

বাংলাদেশ জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া মাদরাসা ছাত্রদের একটি বৃহৎ সংগঠন। এ সংগঠনটি ১৯২৯ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করে অদ্যাবধি মাদরাসা ছাত্র সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে আসছে। এ সংগঠনের বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি এসএম সাখাওয়াত হুসাইনের কিছু কথা।

যুগান্তর : আপনারা ইসলামী শিক্ষার জন্য দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করে আসছেন, আধুনিক সমাজে ইসলামী শিক্ষা বলতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন?

সভাপতি : আমাদের সমাজে ইসলামী শিক্ষার যে সংজ্ঞা, তা হলো কিছু দোয়া, তাবিজ, মাসয়ালা-মাছায়েল ও ওজিফা মুখস্থ করা আর সেগুলোর ওপর আমল করা। কিন্তু কোরআন-হাদীসের কোথাও এমনটি বলা হয়নি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্য ওহী-ভিত্তিক সব সমস্যার সমাধানমূলক শিক্ষা বা জ্ঞানই হলো ইসলামী শিক্ষা। এখানে জ্ঞানের বিভিন্ন দিককে বাদ দেয়ার বা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

যুগান্তর : দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামীকরণ করতে হলে কি করতে হবে বলে আপনি মনে করেন?

সভাপতি : আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামীকরণ করতে হলে প্রথমে আমাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না করে প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে ১০০/২০০ মার্কের ইসলামিয়াত চালু করলেই শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী হয়ে যাবে না। আমাদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি ফিরালে বুঝা যাবে ইংরেজদের রেখে যাওয়া শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা আবদ্ধ হয়ে আছি। সেই মানসিকতার পরিবর্তন করে মুসলমানদের আগেকার সোনালি অতীতের কোরআন-হাদীস ও ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

যুগান্তর : আমাদের সমাজে যে দু'ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে কিছু বলুন?

সভাপতি : ইসলামী শিক্ষার দুটি পর্যায়- একটি ফরজে আইন যা সব মুসলমানের জন্য আবশ্যক। আর অন্যটি হলো পাণ্ডিত্য অর্জন যা সমাজের কতিপয় জনগণ আয়ত্ত করলেই যথেষ্ট। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইন্টারমিডিয়েট স্তরের পর থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য মাদরাসা শিক্ষাকে অবশ্যই আলাদা রাখতে হবে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের সাধারণ শিক্ষা যতদিন পুরোপুরি ইসলামী না হয়।

যুগান্তর : আপনারা ফাজিল-কামিল পাসদের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের দাবি করে আসছেন, তারা কি বিসিএসের উপযোগী?

সভাপতি : দেখুন- ফাজিল, কামিল পাস ছাত্ররা তো সরকারের কাছে বিসিএসের কোন সার্টিফিকেট চায় না- বরং তারা দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে আসা লাখ লাখ মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে ঋধসব Question Open Compitition-এ যেতে চায়। সেক্ষেত্রে সরকার আমাদের হাত-পা বেঁধে রাখার যুক্তি কোথায়? তাছাড়া আমরা ফাজিল পর্যায়ে ডিগ্রি স্তরের বাংলা-ইংরেজি পড়ছি। তাহলে আমাদের বঞ্চিত করা কেন।

যুগান্তর : মাদরাসা শিক্ষা একটি ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, এক্ষেত্রে কোন দুর্নীতি থাকার কথা ছিল না- বাস্তবে আমরা মাদরাসা শিক্ষায় বেশি দুর্নীতি দেখি এর কারণ কি?

সভাপতি : কোন একটি বিষয় অবহেলা আর সদিচ্ছার অভাবে যা হয় মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। প্রশাসন এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই খোঁড়া করে রেখেছে। একদিকে এবতেদায়ি মাদরাসাগুলোকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা না দিয়েই ঘোষণা দিয়েছে দাখিল পর্যায়ে প্রতি ক্লাসে ১০০ জন ছাত্র থাকতে হবে। অন্যদিকে আলিম পাস করার পর ফাজিল ও কামিল স্তরে মান না থাকায় মাদরাসায় ছাত্র শূন্য হয়ে যায়। ফলে ফাজিল কামিল মাদরাসা চলবে কিভাবে? দুর্নীতি তো সরকার নিজেই করে রেখেছে। আমাদের দাবি ছিল মাদরাসা বোর্ডে চাকরির ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষিত হওয়া বাধ্যতামূলক হতে হবে। সেক্ষেত্রেও সরকার সাধারণ শিক্ষিত দুর্নীতিবাজদের চাকরি দিয়ে মাদরাসা বোর্ডকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছে।

যুগান্তর : বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার নামে একটি কমিটি করে। কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে, রিপোর্ট সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

সভাপতি : বিগত যে কোন রিপোর্টের চেয়ে বর্তমান রিপোর্টটি সুন্দর। আমরা এ রিপোর্টের দ্রুত বাস্তায়ন চাই। দ্রুত বাস্তবায়ন করলেই বর্তমান সরকারের মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নের ব্যাপারে সদিচ্ছার প্রমাণ মিলবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : **মাওলানা মোহাম্মদ নুরুজ্জামান**